POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 18

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 4 ঠা মে, 2017 4 হিজরত, 1396 হিজরী শামসী 7 শাবান 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজনের সহিত নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করে না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীকে সামান্য উপকার হইতেও বঞ্চিত রাখে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে এবং বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার জামাত ভুক্ত নহে।

কত সৌভাগ্যশালী সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করেন, মনকে সকল প্রকার মলিনতা হইতে নির্মল করেন এবং আপন খোদার সহিত সর্বদা বিশ্বস্ত থাকিবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন! কারণ তাঁহারা কখনও বিনষ্ট হইবেন না।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

তোমরা কখনও এরূপ চিন্তা করিবে না যে, " আমরা তো বাহ্যিকভাবে বয়াত গ্রহণ করিয়াছি।"

বাহ্যিকতার কোনও মূল্য নাই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখিয়া থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। দেখ, তোমাদিগকে এই বলিয়া আমি তবলীগের কর্তব্য পালনের দায়িত্ব মুক্ত হইতেছি যে, পাপ বিষ বিশেষ, উহা পান করিবে না। আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতা এক অপমৃত্যু বিশেষ, তাহা হইতে দূরে থাক। দোয়া করিতে থাক যেন তোমরা শক্তিলাভ করিতে পার। যে ব্যক্তি দোয়া করিবার সময় খোদাকে তাঁহার প্রতিশ্রুতির বহির্ভূত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান মনে করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং প্রতারণা পরিত্যাগ করে না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সংসার প্রলোভনে পরাভূত এবং পরকালের দিকে চক্ষু তুলিয়া দেখে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি যথার্থই ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয় না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ এবং কুঅভ্যাস হইতে যথা-মদ্যপান, জুয়া খেলা, কামলোলুপ-দৃষ্টি, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘুষ এবং তদ্রূপ অন্যান্য না জায়েয কাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে তওবা করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি দৈনিক নিষ্ঠার সহিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়ায় রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সহিত খোদাকে স্মরণ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি পিতামাতার সম্মান করে না এবং সেই সমস্ত ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে যাহা কুরআনের বিরুদ্ধে নয়, তাহাদের আদেশ পালন করে না এবং তাহাদের খেদমতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজনের সহিত নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করে না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীকে সামান্য উপকার হইতেও বঞ্চিত রাখে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে এবং বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার জামাত ভুক্ত নহে। যে স্বামী, স্ত্রীর সহিত এবং যে স্ত্রী, স্বামীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গিকারকে যাহা বয়াত করিবার সময় করিয়াছিল কোন অংশে ভঙ্গ করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং প্রতিশ্রুত মাহদী বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে আমার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধবাদীগণের দলে বসে এবং তাহাদের কথায় সায় দেয়, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। প্রত্যেক ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়াড়ী, বিশ্বাসঘাতক, ঘুষখোর আত্মসাৎকারী, অত্যাচারী, এবং এমন ব্যক্তি যাহারা মিথ্যা অপবাদ লাগাইয়া থাকে এবং নিজেদের কু-কর্ম হইতে তওবা করে না ও কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তাহারা আমার জামাতভুক্ত নহে।

এই সমুদয় কাজ বিষ-বিশেষ। ইহা পান করিয়া তোমাদের পক্ষে জীবিত থাকা কখনও সম্ভবপর নহে। অন্ধকার এবং আলো কখনও একত্রে অবস্থান করিতে পারে না। যে ব্যক্তির মন কুটিলতায় পূর্ণ এবং যে খোদার সহিত সম্বন্ধ পরিষ্কার রাখে না, সে কখনোই সেই আশীসের অধিকারী হইতে পারে না, যাহা পবিত্রচেতা লোকদের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। কত সৌভাগ্যশালী সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করেন, মনকে সকল প্রকার মলিনতা হইতে নির্মল করেন এবং আপন খোদার সহিত সর্বদা বিশ্বস্ত থাকিবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন! কারণ তাঁহারা কখনও বিনষ্ট হইবেন না। খোদা কখনও তাহাদিগকে লজ্জিত করিবেন না, যেহেতু তাঁহারা খোদার এবং খোদা তাঁহাদের। প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁহাদিগকে রক্ষা করা হইবে। তাঁহাদের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করে, সে নিতান্তই নির্বোধ কারণ তাঁহারা খোদা তা'লার ক্রোড়ে উপবিষ্ট এবং খোদা তাঁহাদের সহায় আছেন।

(কিশতিহ নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১৬-১৮)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মুসলমানদের পক্ষে কি পশ্চিমা সমাজে সমন্বিত হওয়া সম্ভব?

জার্মানির বায়তুর রশীদ মসজিদে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর ভাষণ

৫ই মে, ২০১২

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম-আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা এবং বার দয়াকারী।

সকল সম্মানিত অতিথিবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমোতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু

আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও আশীস বর্ষিত হোক।

প্রথমে আমি সেই সকল অতিথিবৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই যারা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের অনেকেই আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে দীর্ঘ দিন ধরে পরিচিত বা আপনাদের সঙ্গে আহমদী মুসলমানদের পুরনো বন্ধুত্ব রয়েছে; আর আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের মধ্যে যারা সম্প্রতি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তারা ইতোমধ্যেই এ জামা'ত সম্পর্কে আরো জানতে নিজেদের অন্তরে এক গভীর আগ্রহ অনুভব করছেন। আপনাদের সকলের অংশগ্রহণ করা প্রমাণ করে যে, আপনাদের এ বিশ্বাস আছে যে, আহমদী মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাদের মসজিদগুলিতে যাওয়ার মধ্যে কোন বিপদ বা ঝুঁকি নেই।

সত্য এই যে, আজকের পরিমণ্ডলে, যেখানে ইসলাম সম্পর্কে প্রচারিত সংবাদ ও রিপোর্টসমূহের অধিকাংশই অত্যন্ত নেতিবাচক, আপনারা যারা অমুসলিম খুব সহজেই উদ্বিগ্ন হতে পারতেন যে, একটি আহমদী মসজিদে গেলে নানা সমস্যার উদ্ভব হতে পারে বা আপনার কোন বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, যেভাবে আমি বলেছি, আপনারা যে আজ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন এটি প্রমাণ করে যে, আহমদী মুসলমানদের আপনারা ভয় করেন না, আর তাদেরকে বিপদ হিসেবেও জ্ঞান করেন না। এটি প্রদর্শন করে যে, আপনারা আহমদীদের উত্তমরূপে মূল্যায়ন করেন এবং তাদেরকে আপনাদের তথা সংখ্যাগুরু জনগণের মতই আন্তরিক ও শিষ্টাচারী বলে বিশ্বাস রাখেন।

এরূপ বলার সময় আমি এ সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করছি না যে, আপনাদের মাঝে অল্প সংখ্যক এমন মানুষ থাকতে পারেন যারা আজ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও মনে এমন সংকট বা উদ্বেগ লালন করেন যে, এখানে উপস্থিত হওয়ার কিছু নেতিবাচক পরিণতি থাকতে পারে। এটা সম্ভব যে আপনাদের মনে এ উৎকণ্ঠা রয়েছে যে, চরমপন্থী প্রবণতা বা মনোভাবের মানুষের পাশে হয়তো আপনাদের বসতে হবে। যদি আপনাদের কারো মনে এরূপ ভীতি থেকে থাকে, তবে আপনাদের অন্তর থেকে সেগুলি মুছে ফেলুন। আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক, আর তাই যদি ঘটনাক্রমে এমন কোন চরমপন্থী ব্যক্তি এ মসজিদে বা আমাদের এলাকায় প্রবেশের চেষ্টাও করে, তবে তাকে এ ভবন থেকে সরিয়ে নিতে দৃঢ় ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। সুতরাং আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আপনারা নিরাপদ হাতে রয়েছেন।

বস্তুত: আহমদীয়া মুসলিম জামাত এমন একটি সম্প্রদায় যেখানে যদি কোন সদস্য কোন সময় কোথাও চরমপন্থী প্রবণতাসমূহ প্রকাশ করে থাকে, আইন ভঙ্গ করে বা শান্তি বিনষ্ট করে, তবে তাদেরকে জামাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরূপ দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে আমরা আমাদের কর্তব্য মনে করি, কারণ 'ইসলাম' শব্দটির যার শাব্দিক অর্থ 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা' এর প্রতি আমরা পরম শ্রদ্ধাশীল। 'ইসলাম' শব্দের প্রকৃত চিত্র আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রদর্শিত হয়। বস্তুত ইসলামের এই সঠিক চিত্র উপস্থাপনকারীর আবির্ভাবের মহান ভবিষ্যদ্বাণী আজ থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর পূর্বে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) করে গিয়েছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে একটি সময় আসবে যখন মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইসলামের প্রকৃত বিশুদ্ধ শিক্ষা ভুলে যাবে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এমন সময়ে আল্লাহ্‌ এক ব্যক্তিকে সংস্কারকরূপে প্রেরণ করবেন এক মসীহ ও এক মাহদীরূপে যেন পৃথিবীর বুকে প্রকৃত ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বাস করি যে, আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) হলেন সেই ব্যক্তি যিনি এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এ সম্প্রদায় উন্নতি করেছে এবং আজ বিশ্বের ২০২টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব দেশগুলির প্রত্যেকটিতে সকল পটভূমি ও জাতিসত্ত্বার স্থানীয় মানুষ আহমদীয়াতকে গ্রহণ করেছে। আহমদী মুসলমান হওয়ার পাশাপাশি তাদের নিজ নিজ দেশের বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবেও তারা নিজ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইসলামের প্রতি তাদের ভালবাসা ও দেশের প্রতি তাদের ভালবাসার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ দুই বিশ্বস্ততা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আহমদী মুসলমানগণ, তারা যেখানেই বসবাস করুন কেন, পুরো জাতির মধ্যে তারাই আইনের প্রতি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক। নিশ্চিতভাবে, আমি সন্দেহের লেশমাত্র ছাড়াই বলতে পারি যে, আমাদের জামাতের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মাঝে এ গুণগুলো বিদ্যমান। আর এ গুণগুলোর কারণেই যখনই কোন আহমদী মুসলমান এক দেশ থেকে আরেক দেশে অভিবাসন গ্রহণ করেন, অথবা যখন স্থানীয় মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, তখন আহমদীদের নতুন সমাজে একাত্ম হতে কখনো কোন সমস্যা হয় না; বা তারা এ নিয়ে বিচলিত বোধ করেন না যে, তাদের পরিগ্রহণকৃত দেশটির জাতীয় স্বার্থের বিস্তারে তারা কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন। আহমদীরা যেখানেই যাক, তারা যেভাবে সকল প্রকৃত নাগরিকের নিকট কাম্য সেভাবেই তাদের দেশকে ভালবাসেন এবং তাদের দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রয়াসে সক্রিয়ভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত করেন। এটি ইসলাম যা আমাদেরকে এভাবে আমাদের জীবন যাপন করার শিক্ষা দেয়, আর বস্তুতঃ এটি কেবল একে মৃদুভাবে উৎসাহিত করে তা নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে আদেশ দেয় যেন আমরা আমাদের বসবাসের দেশের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত ও নিবেদিত থাকি। বস্তুতঃ মহানবী (সা.) এ বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন যে কোন প্রকৃত মুসলমানের জন্য তার দেশের প্রতি ভালবাসা তার ঈমান বা বিশ্বাসের অঙ্গ। যখন দেশপ্রেম ইসলামের একটি মৌলিক উপাদান একজন প্রকৃত মুসলমান কিভাবে অবিশ্বস্ততা প্রদর্শন করতে পারে বা তার দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজ ঈমানকে বিসর্জন দিতে পারে? আহমদী মুসলমানদের প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দাঁড়িয়ে খোদাকে সাক্ষী রেখে শপথ করে থাকেন যে, কেবল নিজ ধর্মের জন্যই নয় বরং নিজ নিজ দেশ ও জাতির জন্য তাদের জীবন, সম্পদ, সময় ও মান-মর্যাদাকে কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকবে। সুতরাং তাদের চাইতে বেশি বিশ্বস্ত নাগরিক আর কে সাব্যস্ত হতে পারে, যাদেরকে সর্বক্ষণ তাদের দেশের সেবার কথা স্মরণ করানো হচ্ছে এবং যাদের কাছে তাদের ধর্ম, দেশ ও জাতির খাতিরে সকল প্রকার কুরবানীর জন্য সদা-প্রস্তুত থাকার শপথ বার বার নেওয়া হয়ে থাকে।

কারো মনে এ প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, এখানে জার্মানীতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসেন পাকিস্তান, তুরস্ক ও অন্যান্য এশীয় দেশ থেকে, আর তাই যখন নিজ দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার সময় আসে তখন তখন তারা জার্মানীর পরিবর্তে তাদের পিতৃভূমিকে প্রধান্য দিবে। অতএব আমার বিষয়টি স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা উচিত যে যখন কোন ব্যক্তি জার্মান নাগরিকত্ব বা অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তখন তিনি সেই দেশেরে পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হয়ে যান। আমি এ বছর কোব্লেনয-এ অবস্থিত জার্মান সামরিক দপ্তরে একটি বক্তৃতা প্রদান কালেও এ বিষয়টির দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমি ব্যাখ্যা করেছি যে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে কি হওয়া উচিত যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে জার্মানীর সাথে এমন একটি দেশের যুদ্ধের সূত্রপাত হর যেটি জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণকারী একজন অভিবাসীর পিতৃভূমি। যদি সেই অভিবাসীর অন্তরে নিজ পিতৃভূমির প্রতি সমবেদনা সৃষ্টি হয় এবং তার মনে হয় যে, জার্মানীর কোন ক্ষতির আশঙ্কা করার বা তার দ্বারা কোন ক্ষতি সাধিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, তবে এরূপ ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ নিজ নাগরিকত্ব বা অভিবাসন মর্যাদা বিসর্জন করে নিজ পিতৃভূমিতে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু, যদি তিনি থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে দেশটির প্রতি কোন প্রকারে বিশ্বাস ভঙ্গের কোন রূপ অনুমতি ইসলাম দেয় না। এটি একটি নিশ্চিত ও দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা। ইসলাম কোন প্রকারের বিদ্রোহাত্মক আচরণের, বা কোন নাগরিকের পক্ষে নিজ দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তের বা এর কোন রূপ ক্ষতি করার কোন অনুমতি দেয় না-তা অভিবাসনের মাধ্যমে অবলম্বনকৃত দেশ হোক বা অন্যরূপে। (ক্রমশঃ)

জুমআর খুতবা

পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে সকল দোষ-ত্রুটি মুক্ত। আল্লাহ্ তা'লার 'সাত্তার' বৈশিষ্ট্য বা গুণ আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখে। মানুষের ভুল-ত্রুটি, আলস্য আর পাপ যদি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে হয়তো কেউই মুখ দেখানোর যোগ্য থাকবে না। আল্লাহ্ তা'লা, যিনি মানুষের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন এবং মানুষের পাপ ক্ষমা করেন, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ আমাদেরকে এই দোয়া শিখিয়েছেন যে, তোমরা নিজেদের ভুল-ত্রুটি এবং অলসতা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা কর। এর পাশাপাশি তোমরা ইস্তেগফারও কর। তাহলে আমি তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করব, তোমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখব, তোমাদের দোয়া সমূহ গ্রহণ করব।

দুর্বলতা দেখে সেই দুর্বলতা বলে বেড়ানোর পরিবর্তে প্রত্যেকের উচিত ইস্তেগফার করা। আল্লাহ্ তা'লা অমুখাপেক্ষি। তাই আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করা উচিত যে, আমাদের মাঝে যে অগণিত দুর্বলতা রয়েছে তা যেন কোথাও প্রকাশ পেয়ে না যায়। যদি নেক নিয়্যতের সাথে সত্যিকারই মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে অন্যের দুর্বলতা ঢেকে রাখা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং ফযল লাভ হয়।

কোন ব্যক্তির কখনো যেন এটি মনে না হয় যে, আমার দুর্বলতা অমুক কর্মকর্তার কারণে আমার দুর্বলতা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ আমার দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে পেরেছে অমুক কর্মকর্তার কারণে। যদি এটিই মানুষ বুঝতে পারে তাহলে এর প্রতিক্রিয়া অনেক ভয়াবহ হয়ে থাকে। যেখানে এমন মানুষ যাদের উপর সংশোধনের দায়িত্ব রয়েছে তারা যখন এই দুর্বলতা বলে বেড়িয়ে সমাজে বিকৃতির সৃষ্টি করে, অশান্তির সৃষ্টি করে, সেখানে তারা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টিও লাভ করে।

খোদা তা'লার সাত্তারিয়্যত বৈশিষ্ট্য থেকে লাভবান হতে হয় তাহলে আমাদেরও উচিত অন্যদের দুর্বলতা ঢেকে রাখা এবং গোপন রাখা।

সমাজের দুর্বলতা, দোষ-ত্রুটি দূরীভূত করা আর শান্তি, প্রেম, প্রীতি এবং ভালোবাসার প্রসারের জন্য আবশ্যক হল দুর্বলতা ঢেকে রাখা এবং উত্তম ও সৎ গুণাবলী প্রকাশ করা। এর ফলে পুণ্যের প্রেরণা এবং চেতনা সৃষ্টি হয় আর একজন সত্যিকার মুসলমানের আচার আচরণ এমনই হওয়া উচিত। অর্থাৎ সমাজে পুণ্যের প্রসার করা তার রীতি-নীতি হওয়া উচিত। শুধু সাময়িক সুখ বা আনন্দের জন্য অন্যের দুর্বলতা বলে বেড়ানো অনেক বড় পাপ। কোন বৈঠকে হাসি-ঠাট্টার পরিবেশ সৃষ্টি করা, কাউকে বিদ্রুপের লক্ষে পরিণত করা- এটি অনেক বড় একটি পাপ। প্রত্যেক আহমদীর এটি এড়িয়ে চলা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে কারো আহমদী হওয়া আর তাঁর হাতে বয়আত করার থেকে এটি বুঝা যায় যে, খোদা তা'লা তাঁকে গ্রহণ করেছেন। আর আল্লাহ্ যেখানে তাকে গ্রহণ করেছেন সেখানে তার ব্যক্তিগত দুর্বলতা খুঁজে খুঁজে বের করে তার প্রচার-প্রসার করার কারোর অধিকার নেই। তার দুর্বলতার ক্ষেত্রে গোয়েন্দাগিরি করা এবং তা প্রচার করা বা মানুষের সামনে তার প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করাও উচিত নয়।

কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের তা প্রচার করে বেড়ানোর কু-অভ্যাস এড়িয়ে চলতে, 'সাত্তারীয়াত'-এর বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করতে এবং ইসতেগফার করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ।

মাননীয় সেলিম লতিফ সাহেব এডভোকেট, সদর জামাত নানকানা সাহেব-এর শাহাদত বরণ। শহীদের প্রশংসাসূচকগুণাবলীর বর্ণনা এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ৩১ শে মার্চ , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (৩১ আমান, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে সকল দোষ-ত্রুটি মুক্ত। আল্লাহ্ তা'লার 'সাত্তার' বৈশিষ্ট্য বা গুণ আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখে। মানুষের ভুল-ত্রুটি, আলস্য আর পাপ যদি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে হয়তো কেউই মুখ দেখানোর যোগ্য থাকবে না। আল্লাহ্ তা'লা, যিনি মানুষের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন এবং মানুষের পাপ ক্ষমা করেন, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ আমাদেরকে এই দোয়া শিখিয়েছেন যে, তোমরা নিজেদের ভুল-ত্রুটি এবং অলসতা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা কর। এর পাশাপাশি তোমরা ইস্তেগফারও কর। তাহলে আমি তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করব, তোমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখব, তোমাদের দোয়া সমূহ গ্রহণ করব। আল্লাহ্ তা'লা সামগ্রিকভাবে মানুষের অনেক বিষয় ঢেকে রাখেন। আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমা বিশেষভাবে সেসব মানুষকেও তাঁর চাদরে

আবৃত করে রাখে যারা ইস্তেগফার করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমার বৈশিষ্ট্য তাদেরকে ঢেকে রাখে। গাফারা শব্দের অর্থ হচ্ছে লুকিয়ে রাখা বা ঢেকে রাখা। আর 'সাতার' শব্দেরও অর্থও এটিই বা এর কাছাকাছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "ইসলাম যে খোদাকে উপস্থাপন করেছে, আর মুসলমানরা যে খোদাকে মেনেছে তিনি রহীম, করীম, হালীম, তাওওয়াব এবং গাফ্ফার। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই তওবা করে বা অনুশোচনা করে, আল্লাহ্ তা'লা তার তওবা গ্রহণ করেন এবং তার পাপ ক্ষমা করে দেন।" তিনি বলেন, "কিন্তু পৃথিবীতে সত্যিকার ভাইও যদি হয়, অথবা অন্য কোন নিকট আত্মীয়-স্বজন হলেও সে যখন তার কাছ থেকে একবার কোন অপরাধ দেখতে পায় এরপর সেই অপরাধী সেই অপরাধ থেকে মুক্ত হলেও বা অপরাধ করা ছেড়ে দিলেও তাকে ত্রুটিযুক্তই মনে করা হয় এবং তাকেই দোষী মনে করে।" তাই এই পৃথিবীর মানুষ কেউ যদি নিজের পাপ এবং অপরাধ ছেড়েও দেয় তারপরও তাকে দোষী এবং সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- "আল্লাহ্ তা'লা কত দয়ালু যে, মানুষ হাজার হাজার দোষ ত্রুটি করেও যখন আল্লাহ্র প্রতি অনুশোচনা নিয়ে ফিরে আসে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করেন।" তিনি বলেন, "নবীদের ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই, (যারা আল্লাহ্ তা'লার রঙে রঙীন হয়) যে দুর্বলতা থেকে এভাবে বেঁচে থাকে (অর্থাৎ এত বেশি দুর্বলতা ঢেকে রাখে যতটা আল্লাহ্ তা'লা করেন। শুধুমাত্র নবীরা ছাড়া, অর্থাৎ খোদা তা'লার পর নবীরাই এমনটি করতে পারেন। এছাড়া আর কেউ এমনটি করতে পারে না।) বরং সাধারণত যেভাবে সাদী তাঁর ফাসী পঙক্তিতে বলেছেন, "خدا داند و بپوشد و ہمسایہ نداند و بخروشد" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৮)। অর্থাৎ খোদা তা'লা জেনেশুনে মানুষের দুর্বলতা ঢেকে রাখেন। কিন্তু প্রতিবেশী সামান্য কিছু জ্ঞাত হলেও সেই দুর্বলতা বলে বেড়াতে আরম্ভ করে বা প্রচার করতে আরম্ভ করে।

এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, "খোদা তা'লার সাত্তারী এমন যে, তিনি মানুষের পাপ এবং দুর্বলতা দেখেন ঠিকই, কিন্তু নিজের এই গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের অধীনে তার দুর্বলতা, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সীমা অতিক্রম না করে ততক্ষণ পর্যন্ত ঢেকে রাখেন। কিন্তু মানুষ অন্য কারো ভুল-ত্রুটি না দেখা সত্ত্বেও চিৎকার করতে আরম্ভ করে, আর বলে বেড়াতে আরম্ভ করে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯৯-৩০০)

তিনি (আ.) বলেন, "অতএব মনোযোগ নিবদ্ধ করে দেখ যে, তাঁর দয়া এবং কৃপার বৈশিষ্ট্য কত মহান। তিনি আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে বলেন যে, যদি তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা ধরতে আরম্ভ করেন তাহলে সবাইকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর দয়া এবং কৃপার বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রসারিত এবং তা ক্রোধের বৈশিষ্ট্যকে পরাভূত করে রাখে।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৯)

অতএব যদি আমরা এই কথাটি অনুধাবন করি এবং নিজেদের সঙ্গী-সাথী, নিজেদের ভাই এবং আমাদের সাথে যারা সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ, আমরা যদি সবসময় তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে না বেড়াই, তাদের দুর্বলতা অনুসন্ধান না করি, তাহলে এক প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসাময় এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমাদের মধ্য হতে এমন অনেকে আছে, যারা দুর্বলতা ঢেকে রাখার পরিবর্তে অন্যের দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ানোর চেষ্টায় রত থাকে। আর যখন তাদের নিজেদের সম্পর্কে কেউ এমন কোন কথা বলে বসে বা কোন মাধ্যমে যদি তারা জানতে পায় যে, অমুক ব্যক্তি আমার সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলেছিল, তাহলে সে ক্ষুব্ধ হয়, আর চরম ক্রোধান্বিত হয়ে সে তাকে মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে বলে যে, এটি তো সামান্য বিষয় ছিল, আমরা তো এমনিতেই বলেছি। যখন সে অন্য কারো সম্পর্কে নিজে দোষ-ত্রুটি বলে বেড়াতে আরম্ভ করে তখন তার ভাষ্য ভিন্ন হয়। আমাদের সর্বদা মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশনা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর তোমার নিজ ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ কর।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

অতএব তোমরা যদি নিজেদের জন্যও দুর্বলতা ঢেকে রাখা পছন্দ কর তাহলে অন্যের জন্যও সেই একই অনুভূতি এবং একই চেতনা তোমাদের মধ্যে থাকা উচিত। আর এটিই সেই স্বর্ণালি নীতি যা সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত আবশ্যক।

অতএব দুর্বলতা দেখে সেই দুর্বলতা বলে বেড়ানোর পরিবর্তে প্রত্যেকের উচিত ইস্তেগফার করা। আল্লাহ্ তা'লা অমুখাপেক্ষি। তাই আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করা উচিত যে, আমাদের মাঝে যে অগণিত দুর্বলতা রয়েছে তা যেন কোথাও প্রকাশ পেয়ে না যায়। যদি নেক নিয়্যতের সাথে সত্যিকারই মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে অন্যের দুর্বলতা ঢেকে রাখা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং ফযল লাভ হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কথাটি আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা যদি হিসাব নিতে আরম্ভ করেন তাহলে সবাইকে তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন। অতএব এটি অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। তাই সর্বদা ইস্তেগফার করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন।

মহানবী (সা.) একবার বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের কোন দুর্বলতা ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে তার দুর্বলতা ঢেকে রাখবেন এবং তার সাথে গোপনীয়তার আচরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের দুর্বলতা বলে বেড়ায় বা তার কোন মন্দগুণ সম্পর্কে বলে বেড়ায়, আল্লাহ্ তা'লাও তার দুর্বলতা এবং তার নগ্নতা সেভাবে প্রকাশ করে দিবেন, এমনকি তার ঘরেই তাকে লাঞ্ছিত এবং অপদস্থ করবেন। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল হুদুদ)

অতএব এটি অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। অতি সাবধান এবং সতর্ক থাকার বিষয় এটি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আকর্ষণ করার জন্য বা কৃপা লাভের জন্য সবসময় অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখার পরিবর্তে নিজের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার দয়া এবং কৃপা লাভ করতে সক্ষম হব।

মানুষ অনেক সময় বলে থাকে যে, কারো মধ্যে কোন দুর্বলতা দেখলে আমরা যদি তা না বলি, তাহলে সংশোধন কীভাবে হবে? এ ক্ষেত্রে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, যদি কারোর কোন দুর্বলতা জামাতের ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে বা সমাজের এক শ্রেণিকে সেই দুর্বলতা ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তাহলে সংশোধনের নিমিত্তে যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত, যেমন-জামা'তের মাঝে আমীর রয়েছেন, স্থানীয় জামা'তে প্রেসিডেন্ট আছেন, তাদের কাছে এই কথা পৌঁছে দিন। অথবা আমাকে লিখে পাঠান। যাতে সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। আল্লাহ্ তা'লাও এটি চান না যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাক। তিনি এটি চান না যে, একটি ব্যক্তিগত কলুষ সমগ্র সমাজকে কলুষিত করুক। এটি আল্লাহ্ তা'লা কখনোই চান না। এজন্য আল্লাহ্ তা'লাই এমন লোকদের নগ্নতা প্রকাশ করে দেন, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বলেছেন যে, যারা এ বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং হঠকারি হয় যে, তারা যে গুনাহ্ করেছে বা যে পাপ করেছে, এটি তারা করতেই থাকবে। তারা এ থেকে নিজেদের বিরত রাখবে না। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, মানুষের ভুল-ত্রুটি এবং পাপ আল্লাহ্ তা'লা দেখেন। কিন্তু তাঁর এই গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের অধীনে যতক্ষণ পর্যন্ত পাপাচারী সীমা অতিক্রম না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা ঢেকে রাখেন। আর যখন মানুষ স্বয়ং নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়, আর সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি প্রদান করার বৈশিষ্ট্যটি কার্যকর হয়। আর দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার পর যদি আল্লাহ্ তা'লা চান তাহলে ইহজগতেও তাকে ধরতে পারেন আর পরজগতেও তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত আছে।

কিন্তু কারো দুর্বলতা দেখে, কারো অন্যায় দেখে তা মানুষের মাঝে প্রচার করে বেড়ানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতে বরং নোংরামি দূর হওয়ার পরিবর্তে আরো প্রচার এবং প্রসার লাভ করে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ আমাদের সদা স্মরণ রাখা উচিত। তিনি (সা.) বলেছেন, যদি তুমি মানুষের দুর্বলতা খুঁজে বেড়াতে আরম্ভ কর তাহলে তুমি তাদেরকে আরো নষ্ট করবে, তাদেরকে সৎ পথ থেকে বিচ্যুত করবে।

(সুনান আবু দাঊদ, কিতাবুল আদাব)

দুর্বলতার পিছনে পড়ে যাওয়ার অর্থ হল বিভিন্ন জায়গায় তাদের দুর্বলতা বলে বেড়ানো এবং অনুসন্ধান করে গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে তাদের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করা। যদি মানুষ এমনটি করে, তাহলে সেই দুর্বল ব্যক্তিকে সে আরো খারাপ করবে এবং সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করবে। আর যখন সে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে এই দুর্বলতা বর্ণনা করতে আরম্ভ করবে তখন যাদের মাঝে এই দুর্বলতা রয়েছে, তাদের

সংশোধনের পরিবর্তে তাদের মাঝে এক প্রকার গোয়ার্তুমি সৃষ্টি হবে, তারা আরো হঠকারি হয়ে উঠবে এবং হঠকারি হয়ে তারা অন্যদেরকেও নিজেদের দলভুক্ত করার চেষ্টা করবে বা নিজেদের দল ভারি করার চেষ্টা করবে। তখন তাদের মাঝে আর কোন পর্দা থাকে না। আর যখন পর্দাই থাকে না এবং লোক লজ্জার ভয় থাকে না তখন সংশোধনের দিকটিও আর অবশিষ্ট থাকে না।

অতএব আমি এখানে সেসব মানুষের দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে চাই যাদের উপর জামা'তের দায়িত্ব অর্পিত, বিশেষ করে ইসলাহী কমিটি অত্যন্ত সাবধানতার সাথে এবং নিজের আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে আপনারা সংশোধন বা ইসলাহের দায়িত্ব পালন করুন। কোন ব্যক্তির কখনো যেন এটি মনে না হয় যে, আমার দুর্বলতা অমুক কর্মকর্তার কারণে আমার দুর্বলতা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ আমার দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে পেরেছে অমুক কর্মকর্তার কারণে। যদি এটিই মানুষ অনুধাবন করে বা বুঝতে পারে তাহলে এর প্রতিক্রিয়া অনেক ভয়াবহ হয়ে থাকে। যেখানে এমন মানুষ যাদের উপর সংশোধনের দায়িত্ব রয়েছে তারা যখন এই দুর্বলতা বলে বেড়িয়ে সমাজে বিকৃতির সৃষ্টি করে, অশান্তির সৃষ্টি করে, সেখানে তারা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টিও লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, আমি তো তোমাদেরকে জামা'তের দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়েছিলাম এজন্য যে, আমার যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলিকে তোমরা যেন বেশি বেশি অবলম্বন করার চেষ্টা কর। কিন্তু এখানে তো তোমরা আমার সাত্তারীর বৈশিষ্ট্য- এর বিপরীতে গিয়ে তোমরা আমার বান্দাদের মাঝে অস্থিরতা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছ । আল্লাহ্ তা'লা সাত্তারী কতটা পছন্দ করেন, দুর্বলতা ঢেকে রাখা কতটা পছন্দ করেন আর যারা দুর্বলতা ঢেকে রাখে, তাদেরকে কত অপার দানে ভূষিত করেন এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) এক স্থানে বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর কখনো অন্যায় ও অবিচার করে না। আর কখনো তাকে একা ও নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে না। এটি মুসলমানদের কত বড় দুর্ভাগ্য যে, আজকাল আমরা দেখতে পাই সবচেয়ে বেশি মুসলমানরাই মুসলমানদের উপর অন্যায় করছে। যুলুম করছে, একে অপরের মুণ্ডুপাত করছে। আর এমন কেউ নেই যে মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশের উপর মনোযোগ দেয়। যাহোক তিনি পুনরায় বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের অভাব মোচনের কাজে রত থাকে খোদা তা'লা তার অভাব দূর করেন। যে কোন মুসলমানের কষ্ট দূরীভূত করে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে তার সমস্যাবলীর মধ্য থেকে একটি সমস্যা কম করবেন বা দূরীভূত করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুর্বলতা ঢেকে রাখে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে তার দুর্বলতা ঢেকে রাখবেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গাযাব)

অতএব সেই রহীম দয়ালু আর কৃপালু খোদার দয়া এবং কৃপা আকর্ষণের জন্য দুর্বলতা ঢেকে রাখা এবং দোষ ত্রুটি গোপন রাখা একান্ত আবশ্যক।

মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন, যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে কারো দুর্বলতা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে তার দুর্বলতা ঢেকে রাখবেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ) অর্থাৎ আল্লাহ্ কোন বান্দার যে দুর্বলতা ঢেকে রাখে তা তার হিসাবে, তার খাতায় সেটি লিখে নেওয়া হয়। আর কিয়ামত দিবসে সে এর পুরস্কার বা প্রতিদান পাবে। আল্লাহ্ তা'লা তার দুর্বলতা দেখেও দেখবেন না। ঢেকে রাখবেন, প্রকাশ করবেন না। বরং একটি হাদীসে আছে যে খোদা তা'লা এতটা দয়ালু তাঁর বান্দাদের প্রতি, তাঁর রহমতের ছায়া এতটা প্রসারিত করেন যে , আল্লাহ্ বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি অমুক কাজ করেছিলে? সেই বান্দা বলবে যে, হে আল্লাহ্! আমি এই কাজ করেছিলাম। তখন খোদা তা'লা বলবেন, আমি এই পৃথিবীতে তোমার দুর্বলতা গোপন রেখেছি, ঢেকে রেখেছি। পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে নি যে, তুমি অন্যায় কাজ করেছ, অনুচিত কাজ করেছ। আজ কিয়ামত দিবসেও আমি তোমার দুর্বলতা প্রকাশ করছি না, ঢেকে রেখেছি, তোমাকে ক্ষমা করছি। (সহী বুখারী, কিতাবুল মাযালেম ওয়াল গাযাব)

খোদা তা'লা বান্দার সাথে এইভাবে ব্যবহার করেন। তাই যদি খোদা তা'লার সাত্তারিয়্যত বৈশিষ্ট্য থেকে লাভবান হতে হয় তাহলে আমাদেরও উচিত অন্যদের দুর্বলতা ঢেকে রাখা এবং গোপন রাখা। এ কথা মনে করা উচিত নয় কোন ব্যক্তির যে আমি পাপমুক্ত আর অমুক ব্যক্তির ভিতর অনেক দোষ ত্রুটি আর পাপ রয়েছে। এটি খোদার একান্ত কৃপা যে, তিনি আমাদের দোষ ত্রুটি এবং দুর্বলতা ঢেকে রেখেছেন।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে একবার বলেছেন সে কথা আমাদের সব সময় সামনে রাখা উচিত যে, সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের দুর্বলতা গোপন রাখেন, ঢেকে রাখেন। কেননা তিনি সাত্তার। অনেক মানুষ যে নেক তা সম্পূর্ণভাবে খোদা তা'লার সাত্তারিয়্যতের কারণে। আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারিয়্যত বৈষিষ্ট্যই অনেককে নেক হিসেবে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছে। খোদা তা'লা যদি দুর্বলতা না ঢেকে রাখতেন তাহলে সব প্রকাশ পেয়ে যেত যে, মানুষের মাঝে কী কী কলুষতা বিদ্যমান রয়েছে।

এটি সত্য কথা আর এ কথা সামনে রেখে যেখানে মানুষের ইস্তেগফার করা উচিত, ইস্তেগফারের মাধ্যমে খোদার ক্ষমার চাদরে আবৃত থাকার চেষ্টা করা উচিত, তাঁর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করা উচিত, সেখানে নিজের অবস্থার উপর দৃষ্টি রেখে অন্যের দুর্বলতাকেও উপেক্ষা করা উচিত, ক্ষমা করা উচিত আর ঢেকে রাখার চেষ্টা করা উচিত। তা প্রকাশ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রথমে এটি দেখা উচিত যে, আমি নিজে কোন অবস্থানে রয়েছি। সব সময় এটিই চিন্তা করা উচিত যে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমার দুর্বলতা ঢেকে রেখেছেন, আমাকেও সেভাবেই অন্যের দুর্বলতা ঢেকে রাখতে হবে, গোপন রাখতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন- "মানুষের ঈমানের এটিই পরাকাষ্ঠা। অর্থাৎ 'তাখাল্লাকু বে আখলাকিল্লাহ্' যেন সে করে। অর্থাৎ খোদার পবিত্র সত্তায় যে সমস্ত উন্নত গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে যথাসাধ্য সেগুলো অনুসরণ করা উচিত, অবলম্বন করা উচিত। আর খোদার রঙে নিজেকে রঙীন করার চেষ্টা করা উচিত। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ্র একটি বৈশিষ্ট্য হল মার্জনা করা। মানুষেরও উচিত মার্জনা করার অভ্যাস গড়ে তোলা। দয়া, সহনশীলতা, নমনীয়তা, উদারতা, বদান্যতা ইত্যাদি মানুষেরও প্রদর্শন করা উচিত। উদারতা প্রদর্শন করা উচিত, বদান্যতা প্রদর্শন করা উচিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সাত্তার, মানুষেরও সেই বৈশিষ্ট্য-সাত্তারী অর্থাৎ দুর্বলতা ঢেকে রাখার বৈশিষ্ট্য থেকে অংশ পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। নিজের ভাইয়ের দুর্বলতা এবং পাপ ঢেকে রাখার চেষ্টা করা উচিত। তিনি বলেন, অনেকের অভ্যাস হল কারো দোষ-ত্রুটি যখন দেখে, যতক্ষণ সেটিকে ভালোভাবে প্রচার না করে, প্রসার না করে,তাদের খাবার হজম হয় না। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের দুর্বলতা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা'লা তার দুর্বলতা গোপন রাখেন, ঢেকে রাখেন। মানুষের উচিত অহংকারী না হওয়া, নির্লজ্জ না হওয়া, আল্লাহ্র সৃষ্টির সাথে দুর্ব্যবহার না করা। প্রেম-ভালোবাসা এবং পুণ্যের আচরণ করা।" (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৯-৩৪০)

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন বৈঠকে কারোর দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা হয় যে, অমুক ব্যক্তির ভিতরে এই এই দুর্বলতা রয়েছে, এই এই দোষ তার রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই কথা শুনে তাকে সম্বোধন করে বলেন যে, তার দোষ-ত্রুটি এবং দুর্বলতার কথা তুমি বলেছ এখানে। তার দুর্বলতাগুলি বড় আগ্রহের সাথে প্রকাশ করেছ। তার ভালো গুণাবলীর কথাও যদি বলতে তাহলে ভালো হত।" (যিকরে হাবীব, পৃষ্ঠা: ৫৭) তার ভিতর কিছু ভালো সৎ গুণও থাকবে, সেই গুলোও উল্লেখ করা উচিত ছিল।

অতএব, সমাজের দুর্বলতা, দোষ-ত্রুটি দূরীভূত করা আর শান্তি, প্রেম, প্রীতি এবং ভালোবাসার প্রসারের জন্য আবশ্যক হল দুর্বলতা ঢেকে রাখা এবং উত্তম ও সৎ গুণাবলী প্রকাশ করা। এর ফলে পুণ্যের প্রেরণা এবং চেতনা সৃষ্টি হয় আর একজন সত্যিকার মুসলমানের আচার আচরণ এমনই হওয়া উচিত। অর্থাৎ সমাজে পুণ্যের প্রসার করা তার রীতি-নীতি হওয়া উচিত। শুধু সাময়িক সুখ বা আনন্দের জন্য অন্যের দুর্বলতা বলে বেড়ানো অনেক বড় পাপ। কোন বৈঠকে হাসি-ঠাট্টার পরিবেশ সৃষ্টি করা, কাউকে বিদ্রুপের লক্ষে পরিণত করা- এটি অনেক বড় একটি পাপ। প্রত্যেক আহমদীর এটি এড়িয়ে চলা উচিত। যেখানে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা কোনভাবে মানবজাতিকে কষ্ট দিব না। হাতের দ্বারা হোক বা জিহ্বার দ্বারা- মানুষকে কোনওভাবে কষ্ট দিব না । তো এটি আমাদের মেনে চলা উচিত।

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৬৪ থেকে সংগৃহীত)

জিহ্বার (কথার) দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। এর প্রভাব অনেক সময় স্থায়ী রূপ ধারণ করে। তাই অনেক বেশি আমাদের সাবধান থাকা উচিত। আর প্রকৃত সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং শুভাকাঙ্খা আমাদের হৃদয়ে ভাইদের জন্য থাকা উচিত। আর সত্যিকার সহানুভূতি এবং শুভাকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ তখনই সম্ভব যখন ভাইদের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা হয়। হাসি-ঠাট্টার ছলেও তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করা উচিত নয় এবং গম্ভীরভাবেও তা প্রকাশ করা উচিত নয়। হ্যাঁ, কারো দুর্বলতা দেখে প্রকৃত সহানুভূতির আরেকটি একটা দাবি আছে। সেটি হল তার সংশোধনের চেষ্টা করা। সেই দোষ-ত্রুটি এবং দুর্বলতা যেন সেই ব্যক্তির জীবন থেকে দূরীভূত হয়। যদি সেই দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতার ফলে সমাজ প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে এভাবে সমাজকেও তা থেকে মুক্ত রাখা যেতে পারে আর এটিই প্রকৃত পুণ্য এবং খোদার কৃপাকে আকর্ষণের একটি কারণ হয়ে থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে আমাদের কাছে কি প্রত্যাশা করেছেন? তাঁর কী দাবি? তিনি বলেন- " মানুষকে দুর্বল দেখতে পেলে তাকে গোপনে নসীহত করা উচিত। পৃথকভাবে লোক চক্ষুর অন্তরালে গিয়ে তাকে বুঝানো উচিত। যদি সে না মানে তার জন্য দোয়া করা উচিত। বুঝে গ্রহণ করলে বা মানলে ঠিক আছে, না হলে তার জন্য দোয়া কর। যদি উভয় কথার মাধ্যমেও কোন লাভ না হয়, নসীহত এবং দোয়ার ফলে যদি লাভ না হয় তাহলে কী করবে? তাহলে এটিকে আল্লাহ্‌র তকদীর মনে কর, মনে কর যে, খোদার ইচ্ছা এমনই। আল্লাহ্ যেহেতু তাদেরকে গ্রহণ করে নিয়েছেন তাই কারো দুর্বলতা দেখে তোমাদের উচিত তাৎক্ষণিকভাবে কোন উত্তেজনা বা রাগ প্রকাশ করা না করা। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা কাউকে মসীহ্ মওউদকে মানার তৌফিক দিয়েছেন, জামা'তভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। সেই পাপের কারণে তার যতটা দুর্নাম হওয়া উচিত তোমার ধারণা অনুসারে তা হচ্ছে না, কোনভাবে তার দুর্বলতা ঢাকা রয়েছে, শুধু তুমি জান, আর অন্য কেউ জানে না। তাই এমন ক্ষেত্রে তোমারও উচিত কোনভাবে উত্তেজনা না দেখানো, রাগ না দেখানো। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তার সংশোধনের কোন পথ বের করবেন।) তার সংশোধনের সমুহ সম্ভাবনা থাকে। " কোন সময় সে আত্মসংশোধন করতে পারে। অতএব, এটি থেকে বুঝা যায়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে কারো আহমদী হওয়া আর তাঁর হাতে বয়আত করার থেকে এটি বুঝা যায় যে, খোদা তা'লা তাঁকে গ্রহণ করেছেন। আর আল্লাহ্ যেখানে তাকে গ্রহণ করেছেন সেখানে তার ব্যক্তিগত দুর্বলতা খুঁজে খুঁজে বের করে তার প্রচার-প্রসার করার কারোর অধিকার নেই। তার দুর্বলতার ক্ষেত্রে গোয়েন্দাগিরি করা এবং তা প্রচার করা বা মানুষের সামনে তার প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করাও উচিত নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন যে, তার সংশোধন হওয়াও সম্ভব। একই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অনেক সময় বড় বড় কুতুব ও আবদাল অর্থাৎ বড় বড় পুণ্যবান ব্যক্তিদের দ্বারাও অনেক দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পায় । বরং লেখা আছে 'আল কুতুবু কাদ ইয়াযনী' অর্থাৎ কুতুবেরাও বা বড় বড় পুণ্যবানরাও কখনো জেনা বা ব্যভিচার করে। তিনি বলেন, অনেক চোর এবং ব্যভিচারী অবশেষে কুতুব হয়ে গেছেন বা আবদাল হয়ে গেছেন। তিনি বলেন যে, সাময়িক আবেগের তাড়নায় কাউকে ছেড়ে দেওয়া আমাদের রীতি নয়। তাড়াহুড়ার আশ্রয় নিয়ে কাউকে বের করে দেওয়া আমাদের রীতি নয়। কারো ছেলে যদি খারাপ হয়ে যায় তার সংশোধনের জন্য সে পুরো চেষ্টা করে। একইভাবে নিজের কোন ভাইকে ত্যাগ করা উচিত নয়। যেভাবে সন্তানের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা হয়, ভাইদের দুর্বলতা দূরীভূত করার জন্যও চেষ্টা এবং দোয়া কর। বরং তার সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। তিনি বলেন, কুরআন শরীফের শিক্ষা আদৌ এটি নয় যে, দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখে তা প্রচার কর আর অন্যের মাঝে তা বলে বেড়াও। বরং আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, 'তাওয়া সাউ বিস্ সাবরে ওয়া তাওয়া সাউ বিল মারহামা' (আল বালাদ: ১৮) অর্থাৎ ধৈর্য এবং দয়া আর ভালোবাসার ভিত্তিতে সে নসীহত করে। 'মারহামা' দয়ার মাধ্যমে বুঝানোর অর্থ হল অনেক দুর্বলতা, দোষ-ত্রুটি দেখে তাকে বুঝানো এবং তার জন্য দোয়া করা। দোয়ায় অনেক গভীর প্রভাব এবং কার্যকারিতা রয়েছে। আর সেই ব্যক্তির জন্য আক্ষেপ, যে- কোন ব্যক্তির দুর্বলতা এত শত বার বলে বেড়ায় কিন্তু একবারও দোয়া করে না। কারো দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতা তখন বলা উচিত যখন এর পূর্বে সে চল্লিশ দিন অনবরত কেঁদে কেঁদে দোয়া করে। এই কথার অর্থ এই নয় যে, দোষ-ত্রুটি বলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, এমন নয়। বরং এর অর্থ হল যারা সংশোধনের দায়িত্বে নিযুক্ত তাদের কাছে যদি অভিযোগ করতে হয় তাহলে প্রথমে দোয়া কর, তারপর অভিযোগ কর। তিনি (আ.) বলছেন, "আমার কথার অর্থ এই নয় যে, দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতার সমর্থক হয়ে যাও" (এর অর্থ এই নয় যে তার দোষ-ত্রুটি দেখে সমর্থন কর যে, খুব ভালো করেছে। তার ভিতর অমুক অমুক দোষ আছে। খুব ভালো এটি। এটিকে কোনভাবে সমর্থন করা যাবে না,প্রশয় দেওয়া যাবে না) "বরং এর অর্থ হল তার দোষ দেখে, দুর্বলতা দেখে সেটি প্রচার করবে না (বলে বেড়াবে না- সামনেও নয়, পিছনেও নয়।) কেননা, ঐশী গ্রন্থ কুরআন অনুসারে কারো দুর্বলতা বলে বেড়ানো এক প্রকার পাপ।" তিনি বলেন- "শেখ সাদীর দুই শিষ্য ছিলেন। একজন অনেক তত্বজ্ঞান পূর্ণ কথা বলতেন, খুব মেধাবী ছিলেন, ততজ্ঞান্ব এবং মারেফাতের কথা বলে বেড়াতেন। দ্বিতীয় জনের ভিতর এই যোগ্যতা ছিল না, সে রাগ করত আর ভিতরে ভিতরেই জ্বলে পুড়ে ছাই হত। (অর্থাৎ একজন ছিল খুবই প্রখর বুদ্ধিমান, দ্বিতীয় জন ছিল স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন। সে যে বুদ্ধিমান বা মেধাবী ছিল তার জ্ঞানে দ্বিতীয় জনের খুব রাগ হত) প্রথম ব্যক্তি সাদীর কাছে অভিযোগ করেন যে, আমি যখন কিছু বলি তখন আমার সাথী রাগ করে এবং হিংসা করে, ঈর্ষা করে। শেখ সাদী বলেন যে, একজন ঈর্ষা করে জাহান্নামের পথ বেছে নিয়েছে, জাহান্নামের পথ অবলম্বন করেছে হিংসা করে আর তুমি গীবত করেছ, পরচর্চা করেছ। এটিও কোন পুণ্যের কাজ নয় যে, আমাকে অবহিত করেছ। তুমিও দোযখের বা জাহান্নামের রাস্তা নিয়েছ। অতএব, উভয়ই পাপাচারী।

এই ঘটনা বলার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন যে, এই জামা'ত চলতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দয়া, দোয়া, দুর্বলতা ঢেকে রাখা এবং পারস্পরিক দয়া-মায়ার আচরণ করা না হবে।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৮-৭৯)

একদিকে যেখানে আমরা অঙ্গীকার করি যে, মসীহ্ মওউদের হাতে বয়আতের পর বা বয়আত করে আমরা নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনার চেষ্টা করব। অপর দিকে বস্তুবাদী সমাজের প্রভাবে যদি আমরা প্রভাবিত হয়ে আল্লাহ্‌র গুণাবলী, তাঁর নির্দেশাবলী এবং শিক্ষাকে শিরোধার্য করার বা অনুসরণের চেষ্টা না করি, তাহলে অঙ্গিকার পুরণ না করে বা ভঙ্গ করে আমরা পাপ করছি। আমরা সেই মানুষে পরিণত হচ্ছি না যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বানাতে চেয়েছেন। তিনি আমাদেরকে কেমন দেখতে চেয়েছেন? তিনি এটি চেয়েছেন যে, আমরা যেন পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র হই। পরস্পরের জন্য যেন আমরা দোয়ায় অভ্যস্ত হই। আমরা যেন পরস্পরের দুর্বলতা ঢেকে রাখি।

একবার তিনি বলেন যে, আমাদের জামা'তের উচিত, কোন ভাইয়ের দুর্বলতা দেখে তার জন্য দোয়া করা, কিন্তু যদি সে দোয়া না করে তা বলে বেড়ায় আর প্রচার করে বেড়ায় তাহলে সে পাপ করে। এমন কোন্ দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতা আছে যা দূরীভূত হতে পারে না। তাই সব সময় দোয়ার মাধ্যমে অন্য ভাইয়ের সাহায্য করা উচিত। (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৭-৭৮) আর এভাবে যদি আমরা পরস্পরকে সাহায্য করি আর পারস্পরিক দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে , দুর্বলতা ঢেকেরেখে বা পরস্পরের দুর্বলতা প্রকাশ না করে যদি পরস্পরের জন্য দোয়া করি, তবেই আমরা সেই প্রকৃত ঐশী জামা'তে পরিণত হব যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বানাতে চেয়েছেন। আর মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে এটিই একজন প্রকৃত মুসলমানের অবস্থা হওয়া উচিত। আর এটিই আমাদের ক্ষমা, মাগফিরাত এবং সাত্তারিয়্যতের কারণ হয়ে থাকে। মহানবী (সা.) খোদার মার্জনার গণ্ডিতে আসার জন্য এবং তাঁর কৃপাবারী আকর্ষণের জন্য একটি দোয়াও শিখিয়েছেন। সেই দোয়া আমাদের করা উচিত। সেই দোয়া হল, হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ইহকাল এবং পরকালে ক্ষমা এবং মার্জনার ভিক্ষা চাই। হে আমার প্রভু! আমি ইহজাগতিক এবং পর-জাগতিক বিষয়ে, ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির বিষয়ে তোমার ক্ষমা এবং মার্জনা চাই। হে আল্লাহ্! আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখ, আমার ভয়-ভীতি থেকে আমাকে নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ্! অগ্রে, পশ্চাতে, ডানে, বামে, উপর এবং নিচে থেকে অর্থাৎ সকল দিক থেকে তুমি আমার নিরাপত্তার বিধান কর। আমি তোমার মাহত্বের আশ্রয়ে আসছি-যাতে নিচের দিক থকে গুপ্ত বা অপ্রকাশিত কোন সমস্যায় আমি ক্লিষ্ট না হই।

(সুনান, আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

অতএব এই দোয়া যদি মানুষ নিজেদের জন্য করে তাহলে অন্যের জন্যও একই আবেগ রাখা উচিত। মানুষের হৃদয়ের অবস্থা যদি এমন হয় , তাহলে খোদা তা'লা দোয়া কবুল করেন। খোদা করুন আমরা যেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। মুকাররম মালেক সেলিম লতীফ সাহেব, এ্যাডভোকেট, যিনি নানকানা জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মালেক মোহাম্মদ শফি সাহেবের পুত্র ছিলেন তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ৩০ মার্চ গতকাল ২০১৭ তারিখে সকালে প্রায় ৯টার দিকে তার ছেলের সঙ্গে কাচারীতে যাচ্ছিলেন, তখন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি আহমদীয়াতের শত্রু তাকে গুলি করে শহীদ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াত প্রবেশ করে শহীদ মরহুমের পিতা মুকাররম মোহাম্মদ শফি সাহেবের মামু হযরত নবী বক্স সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী এবং হযরত জামাল দ্বীন সাহেব সাহাবী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে অর্থাৎ তার দুই মামার মাধ্যমে। চক সাদুল্লাহ কাদিয়ানের কাছাকাছি একটি গ্রাম ছিল। শহীদ মরহুমের পিতা জন্মগত আহমদী ছিলেন। দেশ বিভাজনের পূর্বেই নানকানায় এসে তিনি বসবাস আরম্ভ করেন। শহীদ মরহুম ১৯৪৮ সনে নানকানা সাহেবে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা নানকানা সাহেবে অর্জন করেন। এবং লাহোর থেকে তিনি এল.এল.বি. পাশ করার পর ১৯৬৭ থেকে উকিল হিসেবে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। শহীদ মরহুমের পুত্র মোহাম্মদ ফারহান এ্যাডভোকেটের সঙ্গে তিনি সকাল ৯টায় কোর্টে যাওয়ার জন্য মোটর সাইকেলে করে যাচ্ছিলেন। তার পুত্র মটর সাইকেল চালাচ্ছিল। একটি বাজারের চৌরাস্তা রয়েছে, সেখানে যখন পৌঁছে তখন এক ব্যক্তি তার দিকে ইঙ্গিত করে, মোড়ের কারণে মোটর সাইকেলের গতি ধীর ছিল, তখন সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তি তার বন্দুক দিয়ে ফায়ার করে এবং শহীদ মরহুমের পাঁজরে আঘাত করে তারপর আবার ফায়ার করে পিছন দিক থেকে। এরফলে শহীদ মরহুম মটর সাইকেল থেকে পড়ে যায়। এরপর আক্রমণকারী তার পুত্রের উপর গুলি চালায় কিন্তু ছেলের গায়ে গুলি লাগেনি। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তার ছেলের উপরে অনবরত গুলি বর্ষণ করতে থাকে কিন্তু তার ছেলে কোনভাবে বেঁচে যায়। নিকটে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা এগিয়ে এসে কেউই তাকে রক্ষার চেষ্টা করেনি, সবাই তামাশা দেখছিল। পুনরায় যেহেতু সে গান লোড করে আক্রমণ করতে পারে নি, তাই অজ্ঞাতরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়, ঘটনাস্থলেই আহত অবস্থায় শহীদ মরহুম শাহাদত বরণ করেন। শহীদ মরহুমের পিতা দেশ বিভাজনের সময় তহশীলদার ছিলেন। শহীদ মরহুমের পিতা পার্টিশনের পর বিভিন্ন আহমদী পরিবারকে নানকানায় স্থান দেন। নানকানার একটি এলাকায় আহমদীদের দ্বারা আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। যার নাম কোচায়ে আহমদীয়া রাখা হয়েছিল। ১৯৭৪ সনে যখন জামা'তের বিরুদ্ধে সেখানে আইন প্রণয়ন করা হয়। তখন বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টির কারণে সেখানে নাম পরিবর্তন করে গাদ্দাফি স্ট্রীট রাখা হয়। শহীদ মরহুম ১৯৭৪ সন থেকে শাহাদতের পূর্ব পর্যন্ত এক বছর ছাড়া তিনি নানকানা জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। অতিথিপরায়ণ এবং মিশুক ছিলেন। কেন্দ্রীয় অতিথিদের সেবা করা ছাড়াও অভাবীদের তিনি সাহায্য করতেন। দরিদ্র সেবী ছিলেন, নিয়মিত নামায পড়তেন। খিলাফতের প্রতি তার ঐকান্তিক ভালোবাসা ছিল। তিনি নির্ভিক এবং সাহসী মানুষ ছিলেন। জামা'তের পাশাপাশি তারও চরম বিরোধিতা হয়েছে। ১৯৮৯ সনে বিরুদ্ধবাদীরা যে সমস্ত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় তার মাঝে তার ঘরও ছিল। এ ধরণের যুলুম এবং নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি অবিচল ছিলেন এবং বীরত্বের সাথে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করেছেন। স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণে তিনি ভরপুর সেবা করেছেন, পরিপূর্ণ সেবা করেছেন। ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণের সময় তিনি বিশেষ খেদমত করার তৌফিক পেয়েছেন। শহীদ মরহুমের স্ত্রী মোহতরমাও দীর্ঘদিন লাজনার সদর হিসেবে দায়িত্ব পালন করার তৌফিক পেয়েছেন, কয়েক বছর পূর্বে তারও ইন্তেকাল হয়। মালেক মোহাম্মদ দ্বীন মরহুম ছিলেন তার শ্বশুর। যিনি জামা'তের প্রসিদ্ধ মুকাদ্দমা সাইওয়ালের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং বন্দীদশাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। শহীদ মরহুম দু'জন পুত্র সন্তান স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। যাদের মধ্যে একজন মালেক মহম্মদ ওয়েস যিন সিভিল জজ লাহোর এবং মোহাম্মদ ফারহান তিনি একজন এ্যাডভোকেট এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদও তিনি সেখানকার। এক মেয়ে ডা. সামারা ওয়াকার সাহেবা, যিনি লাহোরে বসবাস করেন। তার ৩ ভাই ও ৩ বোনও রয়েছেন। এক ভাই মালেক মোহাম্মদ নাসীম সাহেব এখানেই লন্ডনে বসবাস করেন। শহীদ মরহুমের পিতা এবং ডা. আব্দুস সালাম সাহেব তাদের দু'জনের মায়ের দিক থেকে আত্মীয়ের সম্পর্ক ছিল। শহীদ মরহুম এবং তার পরিবারের ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে নিজ পৈত্রিক নিবাসে সমাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। এবং তার সন্তান সন্ততিকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দিন এবং তাদেরকে পুণ্যে অগ্রগামী করুন এবং আহমদীয়তের বিরোধী এবং আহমদীয়তের শত্রুদেরকে জন্য আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র শাস্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন।

জামিয়া আহমদীয়া কাদিয়ানে ভর্তি

জামিয়া আহমদীয়া কাদিয়ান হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বারা স্থাপিত সেই পবিত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে এখন পর্যন্ত শত শত উলেমা ও মুবাল্লিগগণ পড়াশোনা সম্পূর্ণ করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছে। সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)ও অনেক স্থানে আহমদী ছাত্রদের হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বারা স্থাপিত এই পবিত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জামাতের খিদমত করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। অতএব সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশের আলোকে সমধিক হারে ওয়াকফীনে নও এবং অ-ওয়াকফীনে নও ছাত্রদেরকে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হয়ে ধর্মীয় শিক্ষার্জন করে জামাতের খিদমত করার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে উপস্থাপন করা উচিত। সুতরাং যে সমস্ত ছাত্রগণ জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক তারা যেন ওয়াকফে নও বিভাগ (ভারত)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং যথাশীঘ্র জামেয়ায় ভর্তির ফর্ম পুরণ করে ওয়াকফে নও অফিসে (নাযারত তালীম) পাঠিয়ে দেয়। সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মঞ্জুরীক্রমে এই বছর জামেয়ায় ভর্তির প্রক্রিয়া এপ্রিল মাস থেকে আরম্ভ হবে। জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্ররা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হতেই ফল প্রকাশের পূর্বেও এপ্রিল, মে, জুন এবং জুলাই মাসে কাদিয়ান এসে ভর্তির পরীক্ষা দিতে পারে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর মার্কশিট জমা করানো যেতে পারে। ভর্তির জন্য শর্তাবলী নিম্নরূপঃ

১) মাধ্যমিক পাস ছাত্রর জন্য বয়সসীমা ১৭ বছর এবং উচ্চমাধ্যমিক পাস ছাত্রর জন্য বয়সসীমা ১৯ বছর। বয়সসীমার ক্ষেত্রে হাফিজদের জন্য ব্যতিক্রমী ছাড় দেওয়া যেতে পারে।

২) জামেয়ায় ভর্তির জন্য ন্যাশনাল ক্যারিয়ার প্লানিং কমিটি ওয়াকফে নও ভারত ছাত্রদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ গ্রহণ করবে। লিখিত পরীক্ষায় কুরআন মজীদ, ইসলাম আহমদীয়াত, দ্বিনী মালুমাত, উর্দু, ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন থাকবে।

৩) লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ ছাত্রদের কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে মেডিকাল টেস্ট হবে। লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মঞ্জুরীক্রমে জামেয়ায় ভর্তি নেওয়া হবে।

৪) স্নাতক ছাত্রদেরকে জামেয়ায় ভর্তির ক্ষেত্রে প্রধান্য দেওয়া হবে।

জেলা আমীর, স্থানীয় আমীর, সদর সাহেবগণ এবং মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমগণের নিকট আবেদন করা হচ্ছে যে, সিলসিলার খিদমতে উৎসাহী এবং পুণ্যের দিকে চালিত ছাত্রদের নির্বাচন করে জামেয়ায় ভর্তির জন্য প্রস্তুতি করান এবং যথাশীঘ্র এমন ছাত্রের ভর্তি ফর্ম পুরণ করে ওয়াকফে নও দফতরে পাঠিয়ে দিন।

ই-মেলের মাধ্যমে ভর্তি ফর্ম চেয়ে পাঠানোর ঠিকানা:

qdnwaqfenau@gmail.com

In charge Waqf-e-Nau Department

Office Waqf-e-Nau India (Nazarat Taleem)

M.T.A Building, Civil Line, Qadian

Dist-Gurdaspur, Punjab, India (Pin-143516)

Contact: 01872- 500975, 9988991775

(নাজির তালীম ও সদর ন্যাশনাল ক্যারিয়ার প্লানিং কমিটি ওয়াকফে নও ভারত)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019, Vol. 2. Thursday, 4 th May, 2017 Issue No. 18

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872 224 757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

কানাডিয়ান পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আগমণ

হুযুর আনোয়ারকে মেম্বার অফ পার্লামেন্টগণের সম্মান ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন (তৃতীয় পর্ব)

এরপর প্রোগ্রাম অনুযায়ী হুযুর আনোয়র (আই.) পার্লামেন্ট হিলের দ্বিতীয় তলে আসেন যেখানে মেম্বার অফ পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে জল-খাবারের ব্যবস্থা ছিল এবং প্রোগ্রাম অনুযায়ী জল-খাবারের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) পার্লামেন্টের মেম্মারদের সঙ্গে একে একে সাক্ষাত করবেন।

পার্লামেন্টের মেম্বারগন একে একে হুযুর আনোয়ার-এর নিকট আসেন তারা হুযুরের সঙ্গে কথা বলেন এবং ছবি তোলেন। এই প্রোগ্রামটি প্রায় এক ঘন্টা চলতে থাকে। প্রায় ত্রিশ জন পার্লামেন্টের সদস্য হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। মেম্বারগণ হুযুরের সঙ্গে গ্রুপ ফটোও তোলেন।

এই হলঘরেরই একটি অংশে নামায যোহর ও আসরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার যোহর ও আসরের নামাযা জমা করে পড়ান।

কানাডিয়ান পার্লামেন্টের ইতিহাসে এই প্রথম বা-জামাত নামায অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপূর্বে এই বিল্ডিং-এ কখনো এমন ঘটনা প্রকাশ পায় নি।

যখন হুযুর আনোয়ার নামায শেষ করে পার্লামেন্টের মেম্বারদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন তখন সকলেই তারা হুযুরের সঙ্গে করমর্দন করেন। হুযুর সকলের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর হুযুরের সঙ্গে ফটো তোলা হয়। কিছুক্ষণ যাবত এই অনুষ্ঠানটি চলতে থাকে। অনুষ্ঠান মোতাবেক পরবর্তীতে হুযুর আনোয়ার স্পাউজাল লাউঞ্জে আসেন। এখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এরপর হুযুর আনোয়ার কিছুক্ষণের জন্য পার্লামেনেন্টর বাইরে পার্কে আসেন। অনেক আহমদী মহিলা ও পুরুষ পার্লামেন্টের বাইরে উপস্থিত ছিলেন। হুযুর আনোয়ার কে দেখা মাত্রই তারা পঙ্গপালের মত একত্রিত হয়ে যান। যুবক ও কিশোর সকলে নিজের ক্যামেরা বের করে হুযুরের ছবি তুলতে থাকে। সফরকালে এই সমস্ত লোকেরা হুযুরের আশেপাশেই উপস্থিত থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতেন।

হুযুর পুনরায় পার্লামেন্ট হিলে ফিরে আসেন। প্রোগ্রাম অনুযায়ী ২:৪৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ারকে পার্লামেন্টের অধিবেশনকালে ভিজিট গ্যালারীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিশেষ আসনে বসানো হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আগমণের পূর্বে পার্লামেন্ট সদস্য জুডি সিগরু পার্লামেন্টের অধিবেশনে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। (আজ কিছুক্ষণ পূর্বে জামাত আহমদীয়ার ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ যথারীতি পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে ওটোয়া এসেছেন। এই সফরকালে তিনি কেবিনেট মন্ত্রী, সেনেটর, পার্লামেন্ট সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। সাক্ষাতের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য হল 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো করো তরে'-এই বাণী প্রচার করা। খলীফাতুল মসীহ অনবরত ধর্মের শান্তিপ্রিয় এবং সুন্দর শিক্ষা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁর সফর এমন সময়ে হচ্ছে যখন কিনা আমরা ইসলামের ঐতিহাসিক মাস উদ্‌যাপন করছি। আমি পৃথিবীর সমস্ত বৃহত শক্তিগুলিকে শান্তি, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার রক্ষা করার জন্য কানাডার সঙ্গে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আমি খলীফাতুল মসীহ এবং নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া জামাতকে তাদের নিরলস পরিশ্রমের জন্য সাধুবাদ জানাই। আমি আপনার দিকে এবং কানাডার মানুষের পক্ষ থেকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলাম। ধন্যবাদ মিস্টার স্পিকার)

হুযুর আনোয়র (আই.) পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতি দেখেন। এরপর পার্লামেন্টের স্পীকার মি. জিওফ রেগান দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন: এখন আমি সকল সম্মানীয় সদস্যদের মনোযোগ গ্যালারীর দিকে আকর্ষণ করব যেখানে আজ আমাদের মাঝে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ ইমাম নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া জামাত উপস্থিত আছেন।

সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডু সাহেব উঠে দাঁড়ান এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য সকল সদস্যবর্গ উঠে দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানান।

পৃথিবীর কোনও পার্লামেন্টে এমন ঘটনা এই প্রথম সকলে প্রত্যক্ষ করল যেখানে পার্লামেন্ট ভবনে সকল সদ্য উঠে দাঁড়িয়ে খলীফাতুল মসীহকে নিজেদের দেশে স্বাগত জানালেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে- " ওহ বাদশাহ আয়া" অর্থাৎ সেই সম্রাট আগমণ করলেন। এই ইলহামটি আজ আরও অন্য একটি আঙ্গিকে পূর্ণতা লাভ করল। একটি বৃহত দেশের জাতীয় সংসদ সদস্যবর্গ নিজেদের বাদশাহ (প্রধানমন্ত্রী) সহ একজন আধ্যাত্মিক সম্রাটের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন এবং খলীফাতুল মসীহ্‌র দিকে তাকিয়ে যেন অব্যক্ত ভাষায় একথাই বলছিলেন - "ওহ বাদশাহ্ আয়া"।

এরপর হুযুর ছয়তলার স্পাউজাল লাউঞ্জে আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মিনিস্টার অফ পাবলিক এন্ড এমারজেন্সী প্রিপেয়ার্ডনেস মাননীয় রাল্‌ফ গোডেল সেখানে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

তিনি বলেন, রিজাইনা অঞ্চলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। আমি আপনাদের মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করব। তিনি বলেন, হুযুর অনেক সফর করেন।

হুযুর বলেন: আমি এরপূর্বে ২০১৩ সালে কানাডায় এসেছিলাম। সেই সময় আমি কানাডার পশ্চিমাংশে ভেন্‌কাভুর ও ক্যালগেরী এসেছিলাম। এরও পূর্বে ২০১২ সালে টরেন্টো এসেছিলাম। অন্যান্য দেশেও যেতে হয় সেখানে কিছু কার্যক্রম নির্ধারিত থাকে। এই কারণে এখানে অনেকদিন পর এলাম।

* মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করেন যে, আপনাদের জনসংখ্যা কত হবে? এর উত্তরে হুযুর বলেন- যারা একনিষ্ঠ আহমদী তাদের সংখ্যা ১৬-১৭ মিলিয়ন হবে। এছাড়াও আরও লক্ষ লক্ষ আহমদী আছেন যারা নিজেদেরকে আহমদী বলে পরিচয় দেন কিন্তু জামাতের সঙ্গে তাদের এখনও দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আমি এদের বিষয়েও বলতে পারি যে এরা কখনো কট্টরপন্থী হতে পারে না।

* মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করেন যে, আপনি নিজের কমিউনিটিকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দেন যে এরা কট্টরপন্থী হতে পারে না? হুযুর আনোয়ার বলেন, সব থেকে বড় কথা হল খোদার অনুগ্রহ। আমাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থাপনা এমন যে, শৈশব থেকেই আমরা শিশুদের শিখিয়ে থাকি যে, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করতে হবে, খোদা তা'লার অধিকার প্রদান করতে হবে এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদান করতে হবে এবং মানুষকে ভালবাসতে হবে। নিজের দেশকে ভালবাসতে হবে এবং দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে। সবসময় শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে হবে। আমাদের প্রোগ্রামসমূহে, অধিবেশনসমূহে, জামিয়াতে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র এই কথাই শেখানো হয়। হুযুর আনোয়ার বলেন এটি খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি বলেন- ডেনমার্কে এক যুবকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। সে ইসলাম থেকে দূরে চলে গিয়ে উগ্রবাদীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তার এক বন্ধু দাঈশের সঙ্গে মিলে যায় এবং অপর এক বন্ধু মদ্যপানে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের এই অবস্থা দেখার পর সে জানতে পারল যে, আহমদীয়াতই হল প্রকৃত ইসলাম। সুতরাং সে ফিরে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে। হুযুর বলেন সাত বছর বয়স থেকে আমাদের শিশুরা নিজেদের সংগঠনে অংশ গ্রহণ করে। ছেলে এবং মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক সংগঠন আছে যেখানে তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়, শিষ্টাচার শেখানো হয়, নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এরপর তাদের মধ্যে প্রতিযোগীতা হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগীতাও হয়ে থাকে। আমরা শিশু এবং যুবক শ্রেণীর শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে থাকি। এই কারণেই আহমদীরা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পিতা-মাতারও একটি ভূমিকা রয়েছে। তাদের নিজেদের সন্তানের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যতদূর সম্ভব সন্তানের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। হুযুর বলেন: আপনি পৃথিবীর যেখানেই যান না কেন, আহমদীদের প্রকৃতি ও চরিত্র অন্যদের থেকে ভিন্ন দেখবেন। নাইজেরিয়ায় 'বোকো হারাম' দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। সেখানে দশ লক্ষ আহমদী দেশের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। এই কারণেই আমরা শৈশব থেকেই নিজেদের সন্তানকে উচ্চমানের নৈতিকতা শিখিয়ে থাকি এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকি।

* মন্ত্রী মহাশয় বলেন, আপনারা খুব ভাল কাজ করছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কানাডা আসার জন্য আমি আরও একবার আপনাকে স্বাগত জানাই। মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে হুযুরের সাক্ষাতপর্ব বেলা ৩টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপর পার্লামেন্ট মেম্বার জুডি সিগরু হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট নিবেদন করেন যে, আপনার কমিউনিটির অনেকে পার্লামেন্টের বাইরে অপেক্ষা করছে। খলীফার এখানে আগমণ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। মহাশয়া সবশেষে হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে হুযুর আনোয়ারের নিকট দোয়ার আবেদন জানান। (ক্রমশঃ)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir